লিপি
কলকাতা, রবিবার, ১৫ এপ্রিল ২০১৮
Kolkata•Sunday•April 15, 2018
Arthik Lipi, Page 3

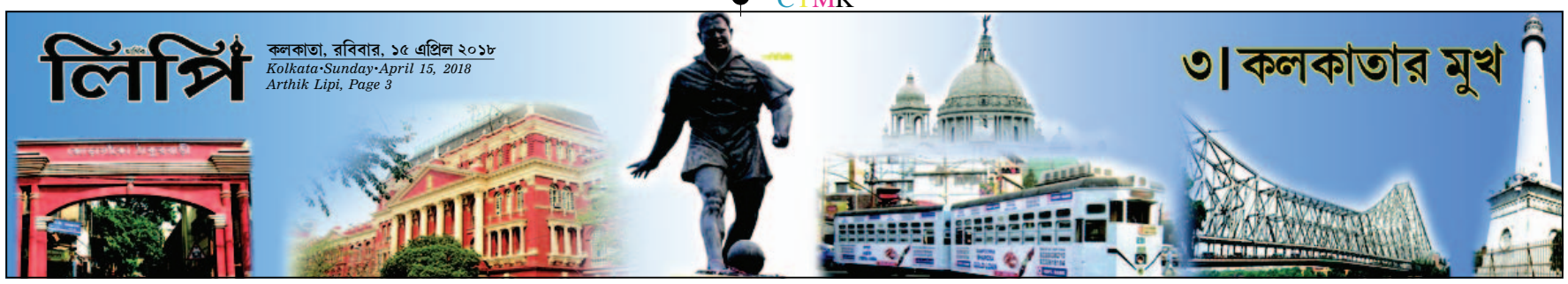

খোদ কলকাতার ছাতুবাবুর বাজারে দেখা মিলল চড়কের আর তাই লেন্সবন্দি করলেন অরিজিৎ গাঙ্গুলি।

উন্নাও-কাঠুয়া নিয়ে চুপ কেন বিজেপি, প্রশ্ন তুলে পথে তৃণমূল

প্রতিবাদ কংগ্রেসেরও, গণস্বাক্ষর সংগ্রহ নাগরিক সমাজেরও

স্টাফ রিপোর্টার: নারী নির্যাতনের প্রতিবাদে এবার রাস্তায় তৃণমূল। শনিবার বাবাসাহেব বি.আর আম্বেদকরের জন্মদিনেই উন্নাও ও কাঠুয়ায় নারকীয় 'ধর্ষণ' নিয়ে দেশের শাসকদলের বিরুদ্ধে সুর চড়াল তৃণমূল মহিলা কংগ্রেস। ইতিমধ্যেই জম্মুর একটি মন্দিরে যাযাবর বাকেরওয়ালা জনগোষ্ঠীর নাবালিকা আসিফার উপর অমানবিক শারীরিক নির্যাতন ও তাঁকে খুনের প্রতিবাদে সরব সারা দেশ। সাধারণ মানুষের পাশাপাশি সরাসরি বিজেপিকে কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়ে ইতিমধ্যেই ময়দানে খোদ রাহুল-প্রিয়াঙ্কা। অন্যদিকে উন্নাওয়ের কিশোরীকে ধর্ষণের অভিযোগে পুলিশের জালে উত্তরপ্রদেশের বিজেপি বিধায়ক কুলদীপ সিং সেনগর। তবে দু'টি ক্ষেত্রেই অপরাধীদের পাশে দাঁড়ানোর অভিযোগ গেরুয়া শিবিরের বিরুদ্ধে। আর এই ইস্যুতেই রাজপথে প্রতিবাদে নামে তৃণমূল। শনিবার হাইকোর্টের বি.আর আম্বেদকরের মূর্তির সামনে থেকে

গান্ধিমূর্তি পর্যন্ত বিশাল মিছিল করেন তৃণমূল মহিলা কংগ্রেসের কর্মী-সমর্থকেরা। গোটা ঘটনায় ফের আরও একবার মোদী-অমিত শা'দের নিশানা করেন রাজ্যের মন্ত্রী ও তৃণমূল মহিলা কংগ্রেসের সভানেত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য। এদিন তিনি বলেন, 'রাজ্যে যারা বড় বড় কথা বলছেন, তাদের কাউকে তো রাস্তায় নামতে দেখলাম না! রোজ দেখে নেওয়ার কথা, পাল্টা মারের কথা যিনি বলছেন, তিনি এখন চুপ কেন? বিজেপি এখন চুপ কেন? এমনকী দেশের প্রধানমন্ত্রীতো সামান্য ব্যাপারে মুখ খোলেন, অথচ উন্নাও আর কাঠুয়া নিয়ে মুখ খুলতে এত সময় নিলেন!' তার আরও প্রশ্ন, 'মায়ের তো কোনও জাত হয় না, সম্প্রদায় হয় না, ধর্ম হয় না, তাহলে এই যে মায়ের কোল শূন্য হচ্ছে, তারপরও কেন একটা রাজনৈতিক দল অপরাধীদের বাঁচাচ্ছে?' এদিন চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য ছাড়াও মিছিলে পা মেলান রাজ্যের নারী ও শিশুকল্যাণমন্ত্রী শশী পাঁজা, কলকাতা পুরসভার চেয়ারম্যান মালা রায়, বিধাননগর পুরসভার চেয়ারম্যান কৃষ্ণা চক্রবর্তী, রাজ্যসভার সাংসদ দোলা সেন সহ নেতৃত্ব। মুখে বিজেপি বিরোধী স্লোগান আর হাতে অপরাধীদের শাস্তির দাবিতে লেখা প্ল্যাকার্ড-ফেস্টুন নিয়ে মিছিল শেষ হয় গান্ধিমূর্তির পাদদেশে। সেখানেই রাজ্যের নারীকল্যাণ মন্ত্রী শশী পাঁজা বলেন, 'সামাজিক ন্যায়ের দাবিতে আমরা পথে নামতে বাধ্য হলাম। যেভাবে বিজেপি শাসিত রাজ্যগুলিতে মহিলাদের উপর অত্যাচার বাড়ছে, আর তাতে সরকারের যা ভূমিকা তাতে আমরা হতাশ। বিজেপি দেশের সংবিধানকেই লঙ্ঘন করছে।' পরে গান্ধিমূর্তির সামনে মোমবাতিও জ্বালানো হয় তৃণমূলের পক্ষ থেকে। অপরদিকে এদিন একই ইস্যুতে পথে নামে কংগ্রেসও। হাজরা মোড়ে রাজ্যসভার সাংসদ প্রদীপ ভট্টাচার্যের নেতৃত্বে প্রতিবাদ মিছিল করেন কংগ্রেস কর্মীরা। উন্নাও-কাঠুয়া নিয়ে ধর্মতলায় গণস্বাক্ষর সংগ্রহে নামে নাগরিক সমাজ। যা রাষ্ট্রপতির কাছে পাঠানো হবে।

বাঘ-বিতর্কে বিরোধীদের তীব্র কটাক্ষ শাসকদলের

রাজ্য সরকারের গাফিলতিই মৃত্যুর কারণ, একযোগে অভিযোগ বাম-কং-বিজেপির

স্টাফ রিপোর্টার আপাতত হাইকোর্টে ঝুলে রয়েছে পঞ্চায়েত নির্বাচনের ভাগ্য। এবার তাই বাঘ নিয়ে সরগরম রাজ্য রাজনীতি। শুক্রবার মেদিনীপুরের বাঘঘরার জঙ্গলে মৃত অবস্থায় উদ্ধার করা হয় রয়্যাল বেঙ্গলটিকে। গলায় বল্লমবিদ্ধ ছিল বাঘটির। তবে রাজনীতি বড়ই বালাই। তাই বাঘ হত্যার পিছনেও কার্যত সরকারকেই দায়ী করেছে বিরোধীরা। পাল্টা ময়দানে তৃণমূলও। বামফ্রন্ট চেয়ারম্যান বিমান বসু গোটা ঘটনায় আক্রমণের নিশানা করেন রাজ্য সরকারকেই। বন দফতরের ব্যর্থতাতেই রয়্যাল বেঙ্গলটিকে 'খুন' হতে হয়েছে বলে মন্তব্য ফ্রন্ট চেয়ারম্যানের। তাঁর বক্তব্য, 'বন দফতরের উচিত ছিল আরও লোক বাড়ানো, নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা। কিন্তু সরকার তাতে ব্যর্থ। এখন নিজেদের বাঁচাতে আদিবাসীদের উপর দোষ চাপিয়ে দায় এড়াতে চাইছে রাজ্য সরকার।' ইতিমধ্যেই এই রয়্যাল বেঙ্গলটিকে খুন করার অভিযোগে স্থানীয় দু'জনের বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের করা হয়েছে। বন দফতরের তরফে আহত বাদল হাঁসদা ও বাবলু হাঁসদার বিরুদ্ধে স্থানীয় গুড়গুড়িপাল থানায় বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ আইনের ৯ ও ৩০ নম্বর জামিন অযোগ্য ধারায় এফআইআর দায়ের করেছে বন দফতর। যদিও অভিযোগ, এই বাদল ও বাবলুকেই আঘাত করে ওই বাঘটি। অপরদিকে বাঘটিকে পরিকল্পিভাবেই মারা হয়েছে বলে মনে করছে একাংশ। এর পিছনে চোরাশিকারিদেরই হাত আছে বলেও মত বিশেষজ্ঞদের। ময়নাতদন্তের পর তা আরও জোড়দার হয়েছে। আর এই নিয়েও শনিবার রাজ্য সরকারকে একহাত নেন বিমান বসু। বলেন, 'বন দফতরের অপদার্থতার দায় সরাসরি আদিবাসী সম্প্রদায়ের উপর চাপিয়ে দেওয়া ঠিক নয়। আগে তদন্ত করে দেখা উচিত ছিল, তারপর আদিবাসীদের অভিযুক্ত করা উচিত ছিল। বাঘ খুনের দায় চাপানো হচ্ছে আদিবাসীদের উপর।' তবে বাঘ নিয়ে রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে অভিযোগকে এদিন উড়িয়ে দিয়েছেন রাজ্যের পঞ্চায়েতমন্ত্রী সুব্রত মুখোপাধ্যায়। পাল্টা ফ্রন্ট চেয়ারম্যানকে 'শেয়াল' বলেও কটাক্ষ করেন তিনি। তাঁর বক্তব্য, 'আসলে উনি তো শেয়াল, তাই সঠিক সময়ে বলে দিয়েছেন এই কথা। সঠিক কারণও বলে দিয়েছেন। তবে বাঘটিকে হত্যা করা হয়েছে এটা দুঃখজনক। বাঘটিকে ধরতে সব ধরনের চেষ্টা বন দফতর করেছিল। তবু কেন এই ঘটনা ঘটল তা মুখ্যমন্ত্রী নিজে তদন্ত করছেন।' পঞ্চায়েতে মনোনয়ন দেওয়া নিয়ে রাজ্যের বিরুদ্ধে সরব বাম-বিজেপি-কংগ্রেস। মুখ্যমন্ত্রীর কথায় 'জগাই-মাধাই-বিদায়ী'এর জোট। পঞ্চায়েতের পর এই রয়্যাল বেঙ্গল হত্যা রহস্যেও এক বাম-কংগ্রেস-বিজেপি। বিমান বসুর মতো কংগ্রেস সাংসদ প্রদীপ ভট্টাচার্য্যও এই বাঘের মৃত্যুর জন্য দায়ী করেন রাজ্য সরকারকেই। তিনি বলেন, 'এটা বন দফতরের অপদার্থতা ছাড়া আর কিছুই নয়। আসলে বন দফতর মনে হয় বসেছিল কবে বাঘ এসে ধরা দেবে। আর সেই নিষ্ক্রিয়তার ফল হাতেনাতে মিলল বাঘের মৃত্যু দিয়ে।' পাশাপাশি কংগ্রেসের রাজ্যসভার সাংসদের আরও বক্তব্য, 'মুখ্যমন্ত্রীর উচিত এর বিরুদ্ধে আরও কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া। দোষীদের কঠিন শাস্তি দেওয়া।' তবে রীতিমতো সুর চড়িয়ে পঞ্চায়েতে তৃণমূলের সন্ত্রাসের সঙ্গে এই রয়্যাল বেঙ্গল খুনকেও এক লাইনেই বসালেন রাজ্য বিজেপি সভাপতি। দিলীপ ঘোষের বক্তব্য, '২-৩ মাস ধরেই শুনছি বাঘ ঢুকেছে। আসলে দু'মাস ধরে নাটক করেছে সরকার। ড্রোন নামিয়ে ড্রামাবাজি হয়েছে। আসলে খুব ভুল সময়ে ঢুকে পড়েছিল বাঘটি। পঞ্চায়েত ভোটের মরসুমে বিরোধীরা যেভাবে আক্রান্ত হয়েছে, তেমনই শিকার হয়েছে বাঘটি।' তবে ইতিমধ্যেই বাঘটির মৃত্যু নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে বিভিন্ন মহলে। আর তাতেও এবার রাজনীতির রঙ।

"বন দফতরের উচিত ছিল আরও লোক বাড়ানো, নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা। কিন্তু সরকার তাতে ব্যর্থ। এখন নিজেদের বাঁচাতে আদিবাসীদের উপর দোষ চাপিয়ে দায় এড়াতে চাইছে রাজ্য সরকার।"
-বিমান বসু, বামফ্রন্ট চেয়ারম্যান

"আসলে উনি তো শেয়াল, তাই সঠিক সময়ে বলে দিয়েছেন এই কথা। সঠিক কারণও বলে দিয়েছেন। তবে বাঘটিকে হত্যা করা হয়েছে এটা দুঃখজনক।"
- সুব্রত মুখোপাধ্যায়, পঞ্চায়েত মন্ত্রী

"আসলে দু'মাস ধরে নাটক করেছে সরকার। ড্রোন নামিয়ে ড্রামাবাজি হয়েছে। পঞ্চায়েত ভোটের মরসুমে বিরোধীরা যেভাবে আক্রান্ত হয়েছে, তেমনই শিকার হয়েছে বাঘটি"
-দিলীপ ঘোষ, বিজেপি রাজ্য সভাপতি

"এটা বন দফতরের অপদার্থতা ছাড়া আর কিছুই নয়। আসলে বন দফতর মনে হয় বসেছিল কবে বাঘ এসে ধরা দেবে। আর সেই নিষ্ক্রিয়তার ফল হাতেনাতে মিলল বাঘের মৃত্যু দিয়ে"
- প্রদীপ ভট্টাচার্য, কংগ্রেস সাংসদ

ভুল ভ্যাকসিন

স্টাফ রিপোর্টার : এবার মেয়াদ উত্তীর্ণ ভ্যাকসিন দেওয়ার অভিযোগ এক শিশুরোগ বিশেষজ্ঞের বিরুদ্ধে। অভিযোগ দায়ের যাদবপুর থানায়। অভিযুক্ত চিকিৎসকের নাম অভিজিৎ রক্ষিত। অভিযোগ শনিবার নিজের গল্ফগ্রিনের চেম্বারে দেড় মাসের একটি শিশুকে ভ্যাকসিন দেন তিনি। তবে ভ্যাকসিন দেওয়ার পরেই অসুস্থ হয়ে পড়ে শিশুটি। গোটা বিষয়টি নিয়ে ওই শিশু চিকিৎসকটি চাপ দিলে অভিভাবকদের কাছে নিজের ভুল স্বীকার করে নেন তিনি। পরে যাদবপুর থানায় ওই চিকিৎসক অভিজিৎ রক্ষিতের বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ দায়ের করে শিশুটির পরিবার। তদন্তে নামে যাদবপুর থানার পুলিশ। সেখানে আরও বেশ কয়েকটি মেয়াদ উত্তীর্ণ ভ্যাকসিনের শিশি পাওয়া যায়। এই ধরনের মেয়াদ উত্তীর্ণ ভ্যাকসিন আরও শিশুদের দেওয়া হয়েছে কিনা তা নিয়ে তদন্তে নেমেছে পুলিশ। মেয়াদ উত্তীর্ণ হয়ে গেলেও তা কেন বাচ্চাদের দেওয়ার জন্য ব্যবহার করা হচ্ছিল তা জানতে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয় ওই চিকিৎসককে।

নিউটাউনে সম্পত্তি কর দিতে সমস্যা, মেটাল এনকেডিএ

স্টাফ রিপোর্টার : নিউটাউন এলাকাতে সম্পত্তি কর দেওয়ার ব্যবস্থাপনা শুরু হয় চলতি মাসের ২ তারিখে। কিন্তু তারপর থেকেই সমস্যায় পড়েন সাধারণ মানুষ। দেখা যায় বহু আবাসনের জমি সংক্রান্ত যে দলিল আছে সেখানে প্লট নম্বর এবং প্রেমিসেস নম্বর দেওয়া নেই। মূলত, অনেক আবাসন বাম জমানাতে তৈরি হয়েছিল। তখন সরকারিভাবে তা তৈরির সময়ে এই ধরনের বড় সমস্যা বজায় রেখে দেওয়া হয়েছিল। যে কারণে সম্পত্তি কর জমা দেওয়ার ক্ষেত্রে বাড়ি সম্বন্ধে তথ্য দিতে গিয়ে প্রথমেই সমস্যায় পড়ছিলেন বহু বাসিন্দারা। সেই কারণেই এবারে নিউটাউন কলকাতা ডেভেলপমেন্ট অথরিটি বা এনকেডিএ-র যে ওয়েবসাইট আছে সেখানেই এই প্লট নম্বর এবং প্রেমিসেস নম্বর দেওয়া হবে। জানা গেছে, নিউটাউন এলাকাতে সব মিলিয়ে বড় আবাসনের সংখ্যা কমবেশি প্রায় ৩০টি। তাদের নাম ধরে এবার থেকে সেই নম্বর আপলোড করা হবে এই ওয়েবসাইটে। তার জন্য ইতিমধ্যেই এনকেডিএ-র পক্ষ থেকে লিস্ট তৈরি করা হয়েছে। যা ওয়েবসাইটে আপলোড করে দেওয়া হলে সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। কারণ যারা অনলাইনে এই সম্পত্তি কর প্রদান করতে যান তাদের ফর্ম পূরণ করতে গেলে সবার প্রথমে বাড়ি বা ফ্ল্যাট সম্বন্ধে এই তথ্য দিতে হবে ওই ওয়েবসাইটে। আর সেখানেই সমস্যা দেখা গিয়েছিল। এদিকে নিউটাউন এলাকাতে আয়ের পরিমাণ বৃদ্ধি করতে এই সম্পত্তি কর নেওয়ার ক্ষেত্রেও বাধা সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। জানা গেছে, যারা এখনও পর্যন্ত বাড়ি বা ফ্ল্যাটের মিউটেশন করাননি তারা এবারে ওই সম্পত্তি কর দিতে পারবেন। সম্পত্তি করের পরিমাণ ৫০ কোটি টাকা হলেও আগামী পর্যাপ্ত খরচ এর থেকে বেশি হবে। কিন্তু তাতেও খানিকটা আয় বৃদ্ধি করাটাই মূল উদ্দেশ্য। আর সেই কারণে অনলাইনে যারা সম্পত্তি কর যারা প্রদান করছে তাদের ক্ষেত্রে ওই মিউটেশনের তথ্য দেওয়া আবশ্যিক রাখা হয়নি। সব মিলিয়ে এনকেডিএ সূত্রে জানা গেছে যেভাবে এই এলাকাতে মানুষ স্বতঃপ্রণোদিতভাবে সম্পত্তি কর দিচ্ছেন তাতে নিউটাউনে আগামীদিনে আরও উন্নত পরিষেবা দেওয়া সম্ভব হতে পারবে।

জখম বন্দি

স্টাফ রিপোর্টার : সিঁড়ি থেকে পড়ে জখম হলেন লালবাজারের সেন্ট্রাল লকআপে থাকা এক বিচারাধীন বন্দি। প্রাথমিক তদন্তে পুলিশ জেনেছে লকআপের সিঁড়ি থেকে পড়ে গিয়েই জখম হয় মিঠুন চক্রবর্তী (৪২) নামে ওই বন্দি। পরে আহত অবস্থায় তাকে মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। আপাতত ওই বন্দি সিসিইউ-১ ভর্তি আছেন। তবে অসতর্কতা বশত সিঁড়ি থেকে পড়ে গিয়ে নাকি পুলিশের মারে আঘাতপ্রাপ্ত হয়েছেন ওই বন্দি তা জানতে সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখা হচ্ছে। গোটা ঘটনার বিচারবিভাগীয় তদন্ত দাবি করেছেন এপিডিআরের রাজ্য সহ সভাপতি রঞ্জিত শূর। পাশাপাশি কেউ ওই বন্দিকে ধাক্কা মেরেছে কিনা তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

পার্থ'র দ্বারস্থ

স্টাফ রিপোর্টার : চাকরি ফিরে পাওয়ার দাবিতে এবার খোদ শিক্ষা মন্ত্রীর বাড়িতে ধর্না। শনিবার প্রায় ছয় হাজার কম্পিউটার শিক্ষক বেহালায় শিক্ষামন্ত্রীর বাড়ির সামনে ধর্নায় বসেন। বিক্ষোভকারীরা রাজ্যের বিভিন্ন সরকার ও সরকার পোষিত স্কুলে কম্পিউটার শিক্ষক ছিলেন। চলতি বছরের ৩১ মার্চ তাদের কর্মচ্যুতির নোটিস দেওয়া হয়। এর আগে পুরুলিয়াতে ২৪ দিন ধরে অনশনে বসেছিলেন বিক্ষোভকারীরা। এদিন খোদ শিক্ষামন্ত্রীর বাড়ির সামনে ধর্নায় বসেন। পরে পাঁচ সদস্যের এক প্রতিনিধি দল দেখা করে শিক্ষামন্ত্রীর সঙ্গে। বৈঠকও করেন পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে। সেখানেই বিষয়টি খতিয়ে দেখে আগামী ১৭ এপ্রিল পর্যন্ত সময় চেয়ে নেন শিক্ষামন্ত্রী এবং অনশন তুলে নেওয়ারও অনুরোধ করেন তিনি। পরে বিক্ষোভকারী সূর্যদত্ত ঘোষ বলেন,'আমরা পাঁচ বছর ধরে কাজ করছি। হঠাৎ করে আমাদের চাকরি থেকে সরিয়ে দেওয়া হল। তবে শিক্ষামন্ত্রী গোটা বিষয়টি খতিয়ে দেখার আশ্বাস দিয়েছেন।'

এবার থেকে নিউটাউনেই অনলাইনে মিলবে বার্থ সার্টিফিকেট

স্টাফ রিপোর্টার : এবার থেকে নিউটাউনেই শিশু জন্মাতে পারবে। কথাটা শুনে অদ্ভুত লাগলেও এটাই সত্যি। এতদিন ধরে নিউটাউনে অনেক হাসপাতাল গড়ে তোলা হলেও তার কোনওটিতেই ছিল না প্রসূতি বিভাগ। যেখানে শিশু জন্মানোর পরিকাঠামো আছে। ফলে এই এলাকার বাসিন্দারা শিশু জন্মানোর জন্য হয় কলকাতা শহরের বড় হাসপাতাল বা তার সংলগ্ন অন্য কোনও জায়গাতে চলে যেতেন। ফলে নিউটাউন এলাকাতে জন্মানোর কোনও প্রমাণ থাকত না। এবার ভাগরথী নেওটিয়া ওম্যান অ্যান্ড চাইল্ড কেয়ার সেন্টার তাদের হাসপাতালে এই পরিকাঠামো গড়ে তোলার ফলে নিউটাউনেই জন্মাতে পারবে শিশুরা। তার জন্য নিউটাউন কলকাতা ডেভেলপমেন্ট অথরিটির পক্ষ থেকে প্রস্তুতি নেওয়া হয়েছে। যাতে সেই শিশুর বার্থ সার্টিফিকেট পেতে কোনও রকমের সমস্যা না হয়। জানা গেছে, গোটা প্রক্রিয়াটিকেই অনলাইনে করে দেওয়া হয়েছে। যেখানে কেবলমাত্র শিশুর বাবা-মায়ের পরিচয়পত্র এবং হাসপাতাল বা চিকিৎসকের দ্বারা দেওয়া শিশুর জন্মের শংসাপত্র অনলাইনে আপলোড করতে হবে। তার পরেই কয়েকটি এসএমএস বা ই-মেলে প্রশ্ন করা হবে। সেই মতো তার উত্তর দেওয়া হয়ে গেলেই বার্থ সার্টিফিকেটের জন্য আবেদন সম্পূর্ণ হয়ে যাবে। তাই বলে এই সার্টিফিকেটকে সরকারি দফতর থেকে আনতে যেতে হবে না। আবার বাড়িতে কুরিয়ারের মাধ্যমেও আসবে না এই শংসাপত্র। তার জন্য এনকেডিএ-র পক্ষ থেকে ডিজিটাল সিগনেচার করা শংসাপত্র সঙ্গে সঙ্গেই দিয়ে দেওয়া হবে শিশুর অভিভাবককে। ফলে গোটা প্রক্রিয়াতে কোথাও কোনও ছুটোছুটি করতে হবে না তাদের। প্রসঙ্গত, নিউটাউনের বুকে এখনও পর্যন্ত হাতে গোনা কয়েকটিই মাত্র হাসপাতাল গড়ে তোলা হয়েছে। তার মধ্যে ক্যান্সার, চোখ, হার্টের মতো বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের উপরে স্পেশালিটি হাসপাতাল গড়ে উঠেছিল। কিন্তু তাদের ওটিতে কোথাও শিশুর ডেলিভারির জন্য প্রসূতি ওয়ার্ড ছিল না। এবারে ওই বেসরকারি হাসপাতাল তাদের নিজেদের জায়গাতে এই ব্যবস্থাপনার ফলে আগামী দিনে যে কোনও শিশুর নিজের পরিচয়পত্র আধুনিকতম শহরের জন্মের প্রমাণপত্র দেখাতে পারবে। জানা গেছে, গত সপ্তাহ থেকে ওই হাসপাতালে শিশু জন্মগ্রহণ করা শুরু করেছে।

বিধাননগর পুলিশেও এবার 'লাইট ইন্ডিকেটর'

আকাশ বিশ্বাস

ট্রাফিক সার্জেন্টদের সুরক্ষার কথা মাথায় রেখে এবার লাইট ইন্ডিকেটর। এর আগে কলকাতা পুলিশের ট্রাফিক সার্জেন্টদের সুরক্ষার জন্য এই আধুনিক লাইট দেওয়া হয়েছিল। এবার তা চালু করা হল বিধাননগর সিটি পুলিশেও। তবে শুধমাত্র ট্রাফিক সার্জেন্টরাই নয়, ট্রাফিকের কাজে কর্তব্যরত কনস্টেবলরাও এই লাইট ইন্ডিকেটর পাবে। এই লাইট ইন্ডিকেটর কাঁধে লাগিয়েই রাস্তায় ডিউটি করেন ট্রাফিক সার্জেন্ট থেকে শুরু করে ট্রাফিকের কাজে থাকা কনস্টেবলরা। সোমবার থেকে এই লাইট ইন্ডিকেটর নিয়ে কাজ শুরু করেছেন বিধাননগর পুলিশ কমিশনারেটের ট্রাফিক

কর্মীরা। যাত্রীদের সুরক্ষার জন্য 'সেভ লাইফ, সেফ ড্রাইভ' প্রকল্প চালু করা হলেও, রাস্তায় থাকা পুলিশ কর্মীদের জন্য সঠিক সুরক্ষার কোনও ব্যবস্থা এতদিন ছিল না। সাম্প্রতিক পরিসংখ্যান অনুযায়ী, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরিকল্পনায় করা 'সেফ লাইফ, সেভ ড্রাইভ' এর ফলে সতর্কতা বৃদ্ধি পেয়েছে। দুর্ঘটনার সংখ্যাও উল্লেখযোগ্যভাবে কমেছে। তবে যে সমস্ত পুলিশকর্মীরা রাস্তায় নেমে কার্যত সাধারণ মানুষের জীবন বাঁচানোর কাজ করে, এবার তাঁদের নিরাপত্তায় এই অভিনব ব্যবস্থা প্রশাসনের। তবে সমস্যা হয় বিশেষ করে রাতের বেলায়। কার্যত নিজেদের প্রাণের ঝুঁকি নিয়েই ডিউটি করেন ট্রাফিক সার্জেন্ট থেকে শুরু করে কনস্টেবলেরা। রাস্তায় অন্ধকার থাকায় গাড়ির চালকদের সামান্য অসাবধানতার কারণে স্বাভাবিকভাবে বড়সড় দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। বিধাননগর পুলিশ কমিশনারেটের পুলিশ কমিশনার জ্ঞানবন্ত সিংয়ের বক্তব্য, 'এই লাইট ইন্ডিকেটর নিয়ে ডিউটি করার ফলে একদিকে যেমন পুলিশ কর্মীরা অনেক নিরাপদে কাজ করতে পারবেন, অপরদিকে সাধারণ মানুষকেও নিরাপত্তা দেওয়া সম্ভব হবে।' কী পদ্ধতিতে কাজ করবে এই অত্যাধুনিক লাইট ইন্ডিকেটর? দুই কাঁধে লাগানো থাকবে এই লাইট। একদিকে থাকবে লাল অপরদিকে থাকবে নীল আলো। যেকোনও রকমের অন্ধকারের মধ্যেই এই লাল-নীল আলো চিহ্নিত করা সহজ। ফলে দুর্ঘটনার সম্ভাবনাও অনেকটাই কমে যাবে বলে মত প্রশাসনের।

নবান্নে বি আর আম্বেদকরের ছবিতে মালা দিচ্ছেন পুর ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম।